ট | রে | ন্টো

চাকরি না পেয়ে ইমিগ্র্যান্টরা কানাডা ছেড়ে চলে hv‡”Q!

প্রবাস মানেই স্বপ্নের হাতছানি নয়। জীবনের বা¯বতা বড় নির্মম। চাকরি, অর্থ- প্রবাসে সব হাতের মুঠোয়, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই... টরন্টো থেকে লিখেছেন জসিম মল্লিক

স্ট্যাটিসটিকস কানাডার চাঞ্চল্যকর তথ্য n‡”Q, ইমিগ্র্যান্টরা কানাডা ছেড়ে চলে hv‡”Q। চাকরির জন্য কানাডা এখন আর তেমন সুবিধাজনক জায়গা নয়। প্রকৃত তথ্য না জেনে যারা কানাডা আসতে চায় তাদের জন্য দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। প্রকৃত অবস্থা জেনে তারপর এই দেশে আসার wm×vš নেয়া উচিত। অনেকেই চাকরি ছেড়ে, ভিটামাটি বিক্রি করে এ দেশে আসে। যারা দেশে ভালো চাকরি করছে তারা চাকরি রেখে আসতে পারলে ভালো হয়। কারণ যদি মনে হয় এ দেশ আপনার জন্য উপযোগী নয়, তাহলে যাতে ফিরে যেতে পারেন। অনেক ইমিগ্র্যান্ট এখানে এসে তাদের প্রফেশনের কাজ না পেয়ে হতাশায় ভুগছে। বাধ্য হয়ে যা cv‡”Q তাই করছে। একটা সাধারণ অড জব পাওয়াও অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। অনেকের পক্ষেই আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। যাদের ফিরে যাওয়ার উপায় আছে তারা ফিরে hv‡”Q।

কানাডায় একটা ভালো কাজের জন্য অবশ্যই এখানকার ডিগ্রি বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এজন্য আপনাকে এখানকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে হবে। পড়াশুনার অনেক সুযোগ- সুবিধা আছে। আপনি B‡”Q করলে লোন নিতে পারেন। তবে পড়াশুনা করলেই যে আপনি কাজ পাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পড়াশুনা করে অনেকেই বসে আছে; কাজ cv‡”Q না। বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি Pvjv‡”Q, bq‡Zv অন্য কোনো অড জব করছে। অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারী এখানে এসে হালে পানি cv‡”Q না। বাইরের ডিগ্রির তেমন কোনো দাম নেই এ দেশে। অতএব, যারা আসতে চান জেনেশুনে আসবেন। ev¯e অবস্থা জেনে wm×vš নিন।

গত ১ মার্চ কানাডায় ইমিগ্র্যান্টদের জীবন, চাকরি mvúwKZ স্ট্যাটিসটিকস কানাডার এক অনুসন্ধানী রিপোর্টে এ চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতি ৬ জনের একজন ci“l ইমিগ্র্যান্ট কাজে সুবিধা করতে না পেরে মাত্র এক বছরের মাথায় কনাডা ছেড়ে চলে hv‡”Q। নতুন ইমিগ্র্যান্টদের ব্যাপারে এটাই ছিল স্ট্যাটিসটিকস কানাডার জাতীয় পর্যায়ের প্রথম অনুসন্ধানী গবেষণা। এই চলে যাওয়ার দলে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ, দক্ষ শ্রমিক ও ব্যবসায়ী। এ রিপোর্টে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ইমিগ্র্যান্টস নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যেমন দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছে না, অপরদিকে কানাডা আসার পরপরই ইমিগ্র্যান্টদের চাকরি দিয়ে ধরে রাখারও কোনো ব্যবস্থা নেই। অটোয়ায় ‘পলিসি রিসার্স ইনিসিয়েটিভ’-এর সহযোগী প্রকল্প পরিচালক জ্যাঁ লুকুজ বলেছেন, যারা এখানে এসে চলে hv‡”Q তারা সত্যিকার ইমিগ্র্যান্ট। gjZ অর্থনৈতিক কারণেই তারা অন্যত্র পারি Rgv‡”Q। বিশ্ব অর্থনীতিতে বর্তমানে ব্যবসায়ের নতুন †gi“KiY ঘটছে প্রতি gn‡Z। কোনো দেশই ব্যবসায়ে স্থায়ী আধিপত্য ধরে রাখতে পারছে না। এজন্য প্রতিটি দেশেই দক্ষ শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে শ্রমবাজারে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে করে ইমিগ্র্যান্টরা টাকা-কড়ির পাল্লা যেখানে ভারী সে দেশের দিকেই ঝুঁকছেন। কানাডা যদি দক্ষ শ্রমিকদের এই অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে আগ্রহী হয়, তবেই তারা আর কোথাও উড়াল দেবে না।

গত দুই দশকের ফাইল ঘেঁটে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের কোঠায় আগত ইমিগ্র্যান্টরা কানাডায় এসে ২০ বছরের মাথায় অন্যত্র চলে যায়। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি এক বছরের কম সময়ের মধ্যে কানাডা ত্যাগ করে। রিপোর্টের সহযোগী লেখক আবদুর রহমান আইদেমীর বলেন, প্রতিবছর আগত ৫০ হাজার ইমিগ্র্যান্টের মাঝে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, তার মধ্যে ১৭ হাজারই উল্লিখিত বয়সসীমার মধ্যে (২৫-৪৫) কানাডা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়। এই বিদায়ী দলের মধ্যে ci“‡li সংখ্যাই বেশি। গত দশ বছরে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৪০ ভাগ। যারা ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় দক্ষ তাদের স্থায়িত্বকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। স্বল্প সময়ের জন্য যেসব ইমিগ্র্যান্ট এখানে আসছে, সেসব দেশ n‡”Q হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশ, ভারত ও cwK¯vb ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে ত্যাগীদের সংখ্যা Zjbvgj Kfv‡e কম।

টরন্টো ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ববিদ জেফরে রেইজকে এ mvú‡K বলেন, এ তথ্য আমাকে মোটেই বিস্মিত করেনি। কারণ, দেশে ফিরে যাওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে অনেকেই এ দেশে আসে। তারা মেধাবী ও D”Pশিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা এমন যে, অল্প দিনেই তাদের মোহভঙ্গ ঘটে। তারা তখন দ্বিতীয় wPšv ev¯evq‡b অধিকতর মনোযোগী হয় অর্থাৎ খুঁজতে থাকে কোন দেশে তাদের `“Z নিয়োগপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন ওন্টারিওর অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ক্রিস রবিনসন বলেন, আমেরিকা এক সময় ছিল ‘ল্যান্ড অব অপরচুনিটি’। এখানে একবার কেউ এলে আর ফিরে যায় না। এ কথাটিও এখন আর সত্য নয়। AvšRwZK শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী এখন ইমিগ্র্যান্টরা সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী দেশ বদলায়। কোথাও স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলে না।

বিদেশী ডিগ্রিধারীদের গ্রহণ করার ব্যাপারে কানাডার যে রক্ষণশীল মনোভাব রয়েছে, ইমিগ্র্যান্টদের এখানে ধরে রাখতে হলে সে মনোভাব পাল্টাতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পারিবারিক পুনর্মিলনের ক্যাটাগরিতে এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশই ফিরে যায়। পাশাপাশি যারা শরণনার্থী হয়ে আসে তাদের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ নোঙর উঠিয়ে চলে যায়। এত কিছুর পরও বাংলাদেশীদের জন্য কানাডা ভালো দেশ। কিছু কিছু মৌলিক সুবিধার জন্য gjZ এখানে ইমিগ্র্যান্টরা ভিড় করে। নিরাপত্তা, চিকিৎসা, লেখাপড়া এসবের জন্যই অনেকে আসেন।

Toronto
Jasim.mallik@gmail.com

কো | রি | য়া

এখানে মমতা নেই...

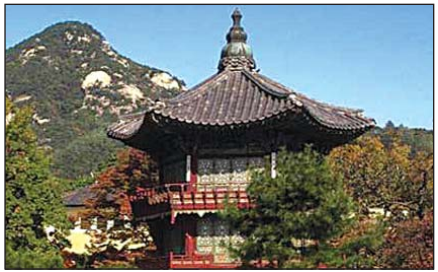

এখানে প্রাচুর্য আছে ভালোবাসা নেই

নিজের দেশ, নিজের মাটি এর কোনো তুলনা নেই। তবুও মানুষ পাগলের মতো প্রবাসী হতে চায়। শস্যশ্যামল ফসল ভরা সবুজের দেশ বাংলাদেশ। কৃষকের দেশ বাংলাদেশ। পৃথিবীর বিশাল মানচিত্রের দিকে তাকালে বাংলাদেশ ছোট মনে হলেও এর সম্পদ অনেক। আবার আমাদের সমস্যার জন্য আমরাই দায়ী। নোংরা রাজনীতি দেশকে ঠেলে দিচ্ছি ধ্বংসের দিকে। দিনের পর দিন বেড়েই চলছে বেকারত্ব, দুর্নীতি, খুন, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, অপহরণ, নারী নির্যাতন আরো কত কি? এসব না থাকলে আমাদের দেশের অযোগ্য নেতা কর্মীরা মনে করে হায়! কি যেন ছিল, কি যেন নেই। কি যেন থাকলে ভালো হতো। কিন্তু আমরা সাধারণ জনগণ এগুলো কখনোই আশা করি না। দেশ নিরুপায়, সৎ যোগ্য নেতার অভাবে। সময়ের প্রবাহমানতায় মনে পড়ে দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা। হাজারো জট পাকানো কাজের মাঝেই কতবার যে মাতৃভূমির কথা ও প্রিয়জনদের কথা মনে পড়ে তার কোনো হিসাব নেই। বুকের ভেতরে যে মনের বাস সে কিন্তু আমার ভালোবাসার আবেশে জড়ানো 'বাংলাদেশ'। কিছু বাস্তবতা বড়ই বিবর্ণ। কি বিচিত্র এ দেশ কি বিচিত্র এ দেশের মানুষ। বিচিত্র মানুষের মিলন মেলা এই দক্ষিণ কোরিয়া। জীবন আর জীবিকার পেছনেই এরা সময় দিতে জানে। কাজ ছাড়া বিন্দুমাত্র সময় দিতে জানে না। এরা অহেতুক কারো ব্যাপারে নাক গালানো পছন্দ করে না। অথচ আমরা ? দোষ করে সে দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেই বা দেয়ার চেষ্টা করি।

দেশে হাজারো সমস্যা, তবু দেশকে ভালোবাসি আমৃত্যু দেশে থাকতে বুঝতে পারিনি জন্মভুমির প্রতি এত টান, এত মায়া, নিজের একান্ত আপনজনের স্পর্শের কাছে, তাদের বুকের গভীরে মমতা আছে। তাদেরকে এখন নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি না। অনুভব করছি গিজগিজে মানুষ ভয়ঙ্কর যানজট, অতিরিক্ত সড়ক দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, গ্যাস, পানি সংকট, বিমানবন্দরে হয়রানি, রাজনীতির নোংরা খেলা এ দেশে নেই।

পিতা-মাতার মুখে হাসি, ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ায় অর্থ সহায়তা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চতকরণ অর্থ কষ্টের ক্লান্তি দূর করতে মানুষ দেশান্তরিত হচ্ছে সর্বোপরি একটু উন্নত জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে। ভাগ্যান্বেষণে প্রবাসী হয়ে অনেক আনন্দ-বেদনা থেকে আমরা বঞ্চিত। দেশের সবার সঙ্গে এই আনন্দ-বেদনা ভাগ করা যায় না এটাই বাস্তবতা। দেশের আপনজনের এত ভালোবাসা ছেড়ে এখানে দূর প্রবাসে থাকা আসলেই ভীষণ কষ্ট। এখানে গভীর মমতার কোনো আশ্রয়স্থল নেই। মন ভালো করে দেবার মতো আপনজন নেই। দেশে থাকতে অনুভব করতে পারিনি, মনে হয় দেশের মানুষেই শুধু নয়, দেশের প্রকৃতি, দেশের মাটি আমার কথা বলছে। দূর প্রবাসের সঙ্গে স্বদেশের একটাই তফাত-এখানে প্রকৃতি আমার সঙ্গে কথা বলে না।

এনায়েত হোসেন মান্নান
South-Korea
mannanbd17@yahoo.com

মি | লা | ন

ইটালিতে বৈধ হওয়ার সুযোগ

ইটালিতে যারা অবৈধভাবে বসবাস করছেন কিংবা ইটালির উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে যারা 'পথে' আছেন তাদের জন্য একটি সম্ভাব্য সুখবর হলো, এ বছরের যে কোনো সময় ইটালির সরকার বৈধ করে নেয়ার ঘোষণা দিতে পারেন। বহু আকাঙ্ক্ষিত এই বৈধ করার ঘোষণার জন্য বছরের পর বছর মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। গত বছরের লন্ডনের বোমা বিস্ফোরণের কারণে এই ঘোষণার বিলম্ব হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। তবে এ বছরের যে কোনো সময়ই এই ঘোষণার সংবাদ আসতে পারে। বিগত ২০০২ সালের বৈধ করে নেয়ার ঘোষণায় বাংলাদেশীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় সাত লক্ষাধিক

ইটালিতে বৈধভাবে থাকার সুযোগ পেলে সমস্ত ইউরোপ তার জন্য উন্মুক্ত

অবৈধ অভিবাসীকে ইটালি সরকার বৈধ করে নিয়েছিল। আর এর ফলে ইটালীয় সরকার স্মরণকালে উৎকৃষ্ট রাজস্ব আয়টাও হাতিয়ে নিয়েছিল। এবারকার বৈধ করে নেয়ার ঘোষণার আইনে বিগত বারের চেয়ে কিছু শিথিল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ বিগত ২০০২ সালে বহু প্রতারকের খপ্পরে পড়ে বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা ভুয়া মালিকের শরণাপন্ন হয়েছিল প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। পরে এসব প্রমাণিত হওয়ায় তারা বৈধ হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সেদিকটা বিবেচনা করে এবার ইটালীর সরকার সরাসরি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে অবৈধ অভিবাসীদের বৈধ করে নেয়ার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভাবছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অব্যাহত চাপ রয়েছে ইটালির ওপর। কারণ একমাত্র ইউরোপের মধ্যে ইটালিতেই রয়েছে বিপুল সংখ্যক অবৈধ অভিবাসী। আর এ কারণেই ইটালিতে দুই-চার বছর পর পর বৈধ করে নেয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাদের রাজনৈতিক আশ্রয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে কিংবা অন্যান্য কারণে থাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, তাদেরও শেষ গন্তব্যস্থল হয়ে পড়েছে ইটালি। কারণ ইটালিতে বৈধভাবে থাকার পারমিশন (Soggiorno) বা সোজিওরনো পেলে সমস্ত ইউরোপ তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করা হলেও প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক বিদেশীর অনুপ্রবেশ ঘটছে। বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি অবৈধভাবে ইটালিতে অবস্থান করছেন। বৈধ করে নেয়ার সম্ভাব্য ঘোষণাকে সামনে রেখে রাস্তাঘাটে, বাড়িঘরে চলছে পুলিশি তল্লাশি, হয়রানি গ্রেপ্তার। যারা অবৈধভাবে রাস্তাঘাটে বাজারে ব্যবসা করছেন, ফুল বিক্রি করছেন, তাদের ওপর চলছে পুলিশের নজরদারি। ধরা পড়লে হাতের ছাপসহ নারা রকম হয়রানি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশত্যাগের ঘটনাও ঘটছে। সুতরাং এদিকটা বিবেচনায় রেখে যারা অবৈধভাবে ব্যবসা করছেন তারা সজাগ থাকুন। আপনি সজাগ থাকলে আপনারই লাভ। আপনার লাভ হলে আপনার বাবা-মা, ভাইবোন, স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সবার লাভ। সর্বোপরি দেশের লাভ। বৈধ-অবৈধ প্রতিটি অভিবাসীর পেছনে কতোগুলো সকরুণ মুখ তাকিয়ে আছে আমরা কী তাঁর খোঁজ রাখি? সুতরাং সজাগ থাকুন। অপেক্ষা করুন সুদিনের। সুদিন আমাদের আসবেই।

মাহবুব রেজা, athairidha15@yahoo.com

জা | র্মা | নি

হানিম্যানের দেশে

বিরক্তিকর চরিত্র হিসেবে একটা ছোটখাটো পরিচিতি থাকার কারণে বন্ধুদের অনেকেই এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে। মাঝেমধ্যে ঊন ই-মেইল আসে বন্ধুদের দু-একজনের কাছ থেকে বিভিন্ন উপদেশ আর পথ্য জানিয়ে। আমার বন্ধু রনিকে চোখ বুজে এই গ্রুপে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। রাইনের পানি স্বচ্ছ কিনা জানি না, কিন্তু রনি কথা বললে একজন স্বচ্ছ মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। রনি আমাকে একবার সংক্ষিপ্ত ই-মেইল করলো। 'সালেহ কী খাস, কই খাস, কই হা (...) স? ইনফরম মি আর্জেন্টলী।' আমি প্রবল উৎসাহে উত্তর দিলাম। 'শ্রদ্ধেয় মামা, অখাদ্য খাই, আমাদের ডরমিটরির কিচেনে বসে খাই আর টয়লেটে হা ()।' তারপর আমিও একই প্রশ্ন তিনটা করলাম। উত্তরে রনি যা লিখলো 'ওমুক (নামটা সঙ্গত কারণেই উহ্য রাখলাম) প্রতিষ্ঠানে অড জব (যতটুকু জানি, রনি ওখানে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যানালিস্ট) করি। যাই হোক, হানিম্যানের দেশ বার্লসরুহিতে যখন গিয়েছিস, কিছু না পারিস হোমিওপ্যাথিটা অন্তত ভালোভাবে শিখে আসিস।'

খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ই-মেইল। আচ্ছা, হোমিওপ্যাথির এই পুরোধা সত্যিই কী কার্লসরুহিতে ছিলেন? কৌতূহল আর উদ্দীপনা যেকোনো বিষয়ে আমার অত্যন্ত স্বল্পকালীন সাথী। সময়ের সঙ্গে হারিয়ে ফেললাম হানিম্যানকে। কিন্তু হানিম্যানকে হারিয়ে ফেলতে পারলেও ধরা পড়ে গেলাম অসুস্থতার কাছে। এক সকালে দৌড়ে পৌঁছে গেলাম হাসপাতালে। দু-দুটো ঘুমের শক্তিশালী ওষুধ দিয়েও ডাক্তার আমার চোখে ঘুম আনাতে পারছেন না। জার্মান চিকিৎসা ব্যবস্থায় কিছু আনন্দময়ী বিষয় আছে। আর সেটা হলো আন্তরিকতা। আমি গরিব দেশের ময়লা চামড়ার মানুষ। অথচ আন্তরিকতা আর আতিথেয়তার এতটুকু খামতি নেই। ভালো জার্মান বলতে পারছি না বলে, ফোন করে অফ ডিউটিতে থাকা ভালো ইংরেজি জানা ডাক্তারকে ডেকে আনা হলো। 'মি. আহমেদ, তুমি কথা বলতে থাকো তোমার সমস্যাটা খুব সাময়িক।'

ধীরে ধীরে সকাল হচ্ছে। ডাক্তারদের মাঝে নতুন নতুন চেহারা দেখছি। সবাই আমাকে দেখে যাচ্ছে আর বলছে 'তুমি আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমাবে। তারপর ঘুম থেকে উঠলে আমরা তোমাকে তোমার বাসায় রেখে আসবো।'

হানিম্যানের চিন্তাটা হঠাৎ করে মাথার মধ্যে ঢুকে পড়লো। হানিম্যান কী সত্যিই কার্লসরুহিতে ছিলেন? খুব অল্প ইংরেজি জানা এক সুহাসিনী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের শহরের খুব বেশি বিখ্যাত মানুষের নাম বলবে? এই মনে করো, হাইনরিখ হাইনতা, মার্সিডিজ বেইঞ্জ কোম্পানির জনক মি. বেইঞ্জ, হানিম্যান আর গোটা কয়েক নোবেল লরিয়েট।' এরা সবাই এখানেই ছিলেন? হুম তুমি কার্লসরুহি ইউনির ছাত্র না? ওঁরা তো সবাই ওখানেই ছিলেন। ক্যানো তুমি জানো না? হেসে বললাম, না আবার জানার পরিধি বেশি মাত্রায় কম-অল্প কয়েক দিন আগে জেনেছি, কার্লসরু হিতেই জার্মানির সুপ্রিম কোর্ট। এই আনন্দময়ী ডাক্তার হেসে ফেলল। 'তুমি আর কিছুক্ষণ পরই ঘুমাবে। তোমার চোখ গভীর ঘুমের কথা বলছে।' আমি বোধ হয় একটু হাসার চেষ্টা করলাম। তারপর এক কাঙ্ক্ষিত ঘুমের জগতে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলাম।

সালেহ
ইউনিভার্সিটি অব কার্লসরুহি
iym2021@hotmail.com